সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৫৩৮

২/ সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৩৬৬. ‘ইস্তিখারা’ সম্পর্কে

باب فِي الاِسْتِخَارَةِ

আরবী

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُقَاتِلٍ، خَالُ الْقَعْنَبِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ـ الْمَعْنَى وَاحِدٌ ـ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ لَنَا " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ ـ يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ الَّذِي يُرِيدُ ـ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَمَعَادِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي مِثْلَ الأَوَّلِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ " . أَوْ قَالَ " فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ " .

ـ صحيح : خ

قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَابْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ

বাংলা

১৫৩৮। জাবির ইবনু ’আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু ’আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরআনের সূরাহ শিক্ষাদানের ন্যায় ইসতিখারাও শিক্ষা দিতেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে বলতেনঃ তোমাদের কেউ কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের মনস্থ করলে সে যেন ফরয ছাড়া দু’

রাক’আত নফল সালাত আদায় করে এবং বলেঃ

> ’আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌তাখীরুকা বিইলমিকা অ আস্‌তাক্বদিরুকা বি কুদরাতিকা অ আসআলুকা মিন ফাযলিকাল আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু অলা আক্বদিরু অতা’লামু অলা আ’লামু অ আন্তা আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুন্তা তা’লামু আন্না হা-যাল আমরা (—) খাইরুল্ল লী ফী দীনী অ মাআ’শী অ আ’-ক্বিবাতি আমরী অ আ’-জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাক্বদুরহু লী, অয়্যাসসিরহু লী, সুম্মা বা-রিক লী ফীহ। অইন কুন্তা তা’লামু আন্না হা-যাল আমরা শাররুল্ল লী ফী দীনী অ মাআ’শী অ আ’-ক্বিবাতি আমরী অ আ’-জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাস্বরিফহু আন্নী অস্বরিফনী আনহু, অক্বদুর লিয়াল খাইরা হাইসু কা-না সুম্মা আরযিনী বিহ।’

’’হে আল্লাহ! আমি আপনার অবগতির মাধ্যমে আপনার কাছে ইসতিখারা করছি। আপনার কুদরতের মাধ্যমে আমি শক্তি কামনা করি। আমি আপনার মহান অনুগ্রহ কামনা করি। আপনিই ক্ষমতাবান, আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আপনি সবকিছুতেই অবগত, আমি অজ্ঞ। আপনিই অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার এ কাজ (এ সময় নির্দিষ্ট কাজের নাম বলবে) আমার দ্বীন, পার্থিব জীবন, পরকাল এবং সর্বোপরি আমার পরিণামে কল্যাণকর হলে তা আমাকে হাসিল করার শক্তি দিন, আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার জন্য তাতে বরকত দিন। আর আপনার অবগতিতে সেটা আমার জন্য প্রথমে উল্লিখিত কাজসমূহে অকল্যাণকর হলে আমাকে তা থেকে দূরে রাখুন এবং সেটিকেও আমার থেকে দূরে রাখুন। আমার জন্য যা কল্যাণকর আমাকে তাই হাসিল করার শক্তি দিন, তা যেখানেই থাক না কেন। অতঃপর আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অথবা বলেছেন, অবিলম্বে কিংবা দেরীতে।

সহীহ : বুখারী।

ইমাম আবূ দাঊদ বলেন, ইবনু মাসলাম ও ইবনু ঈসা (রহঃ) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে, তিনি জাবির (রাঃ) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[1]

এক নজরে ইস্তিখারা সালাতের পদ্ধতিঃ

(১) ইস্তিখারা করতে হবে সাদা মনে। এ সময় কোন বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প করবে না। কেননা তাতে ইস্তিখারা করার পরও তার ঐ দৃঢ় সংকল্পই তার মনে উদয় হবে।

(২) ইস্তিখারার পর তার মন যেদিকে টানবে সে তাই করবে। এতে ইনশাআল্লাহ সে নিরাশ হবে না। উল্লেখ্য, ইস্তিখারার পরে ঐ বিষয়ে স্বপ্ন দেখা বা উক্ত বিষয়টি তার সামনে পরিস্কার হয়ে যাওয়া- এমন কোন শর্ত নেই। বরং মনের আকর্ষন যেদিকে যাবে সেভাবেই কাজ করবে।

(৩) ইস্তিখারার সালাত দিনে রাতে যেকোন সময় পড়া যাবে। তবে ‘ইশার সালাতের পর ঘুমানোর পূর্বে এটি আদায় করা উত্তম। আর এরপর সে কোন কথা বলবে না।

(৪) ইমাম শাওকানী বলেনঃ ইস্তিখারা একই বিষয়ে একাধিকবার করা যেতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো দু‘আ করলে একই সময়ে তিনবার দু‘আ করতেন।

(৫) ফারয সালাতের জন্য নির্ধারিত সুন্নাত সমূহে কিংবা তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু’ রাকআত সালাতে অথবা পৃথকভাবে দু’ রাকআত নফল সালাতে ইস্তিখারার দু‘আ পাঠের মাধ্যমে এ সালাত আদায় করা যেতে পারে।

(৬) ইস্তিখারার সালাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠের পরে যেকোন সূরাহ পাঠ করবে। অতঃপর হামদ ও দরূদ পাঠ করবে। তারপর ইস্তিখারার দুআটি পাঠ করবে।

(৭) ইস্তিখারার দুআ সালাতের মধ্যে ক্বিরাআতের পর রুকূ‘র পূর্বে, কিংবা সিজদাতে অথবা সালাম ফিরানোর পূর্বে সর্বাবস্থায় পাঠ করা যাবে।

(৮) ইমাম শাওকানী বলেনঃ সালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে অন্যান্য দু‘আর ন্যায় ইস্তিখারার দু‘আ পাঠ করা যাবে এবং এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। (নায়লুল আওত্বার, সালাতুর রসূল ও অন্যান্য)

English

Jabir b. 'Abd Allah said:
The Messenger of Allah (ﷺ) used to teach us the supplication for isthikharah (seeking what us beneficial from Allah) as he would teach us a surah (chapter) from the Qur'an. He would tell us: When one of you intends to do a work, he should offer two supererogatory rak'ahs of prayer, and then say (at the end of the prayer): "O Allah, I seek Your choice on the better (of the two matters) based upon Your knowledge, and I seek Your decree based upon Your power, and I ask You for Your great bounties. For Indeed, You are the One Who Decrees, and I do not decree, and You know, and I do not know, and You are the Knower of the Unseen. O Allah, if you know this, and You are the Knower of the Unseen. O Allah, if you know this - here he should name exactly what he wishes - is better for me with regard to my religion, and my life, and my afterlife, and the end result of my affairs, then decree it to me, and make it easy for me, and bless me on it. O Allah, and if You know this to be evil for me - and he says just as he said the first time - then avert it for me, and avert me from it. And decree for me good wherever it might be, the make me content with it." A version goes: "If the work is good immediately or subsequently."

Ibn Maslamah and Ibn 'Isa reported from Muhammad b. al-Munkadir on the authority of Jabir.

ফুটনোট

[1] বুখারী (অধ্যায় : তাহাজ্জুদ, অনুঃ নফল সালাত দুই দুই রাক‘আত করে, হাঃ ১১৬৬), তিরমযী (অধ্যায় : সালাত, অনুঃ ইস্তিখারা সালাত, হাঃ ৪৮০, ইমাম তিরমিযী বলেন, জাবিরের হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব)।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী বর্ণনাকারীঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=58856

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন